

মামলুকাতুল্লাহ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২

(১)বাদশা হেরোদের শাসনামলে ইহুদিয়ার বৈতলেহেমে ইসার জন্ম হওয়ার পর, পূর্বদিক থেকে কয়েকজন পন্ডিত জেরুসালেমে (২)এসে জিজ্ঞেস করলেন, “ইহুদিদের যে-বাদশা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব-আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছি।” (৩)একথা শুনে বাদশা হেরোদ ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তার সাথে সমগ্র জেরুসালেমও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো। (৪)তিনি ইহুদিদের সমস্ত প্রধান ইমাম ও আলিমদেরকে একত্রে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মসিহের জন্ম কোথায় হওয়ার কথা আছে? (৫)তারা তাকে বললেন, “ইহুদিয়ার বৈতলেহেমে। কারণ নবি একথা লিখে গেছেন- (৬)হে ইহুদিয়ার বৈতলেহেম, ইহুদিয়ার শাসনকর্তাদের মধ্যে তুমি কোনোমতেই ছোটো নও; কারণ তোমার মধ্য থেকেই একজন শাসনকর্তা আসবেন, যিনি আমার লোক ইস্রাইলকে লালন-পালন করবেন।”

(৭)তখন হেরোদ পন্ডিতদের গোপনে ডাকলেন এবং ঠিক কোন সময়ে তারাটি দেখা দিয়েছিলো তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন। (৮)অতঃপর তিনি তাদের এই বলে বৈতলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, “আপনারা যান এবং ভালো করে শিশুটির খোঁজ নিন। তাঁকে খুঁজে পেলে আমাকে জানাবেন, যেনো আমিও গিয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারি।” (৯)বাদশার কথা শুনে তারা রওনা হলেন এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ওপরে এসে না থামা পর্যন্ত তারা পূর্ব-আকাশে যে-তারাটি দেখেছিলেন তা তাদের আগে আগে চলতে থাকলো। (১০)যখন

তারা দেখলেন যে, তারাটি খেমে গেছে, তখন তারা আনন্দে অভিভূত হলেন। (১১)ঘরে ঢুকে তারা শিশুটিকে তাঁর মা হযরত মরিয়ম রা.-র কাছে দেখতে পেলেন। অতঃপর তারা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন এবং তাদের বুলি খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার দিলেন। (১২)তারা যেনো হেরোদের কাছে ফিরে না যান- স্বপ্নে এই আদেশ পেয়ে তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

(১৩)তারা চলে যাবার পর আল্লাহর এক ফেরেষ্টা হযরত ইউসুফ রা.কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, “ওঠো, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাও আর আমি যতোদিন না বলি, ততোদিন সেখানেই থাকো। কারণ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য হেরোদ তাঁর খোঁজ করবে।” (১৪)তখন ইউসুফ উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাতেই মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং মিসরে চলে গেলেন; (১৫)আর হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকলেন। এটি ঘটলো যাতে নবির মধ্য দিয়ে আল্লাহ যেকথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়- “আমি মিসর থেকে আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে ডেকে আনলাম।”

(১৬)হেরোদ যখন দেখলেন যে, পন্ডিতেরা তাকে ঠকিয়েছেন, তখন তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। এবং সেই পন্ডিতদের কাছ থেকে যে-সময়ের কথা তিনি জেনে নিয়েছিলেন, সে-অনুসারে বৈতলেহেম ও তার চারপাশের সব জায়গায় দু'বছর ও তার কম বয়সের যতো ছেলে ছিলো, সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করালেন।

(১৭)তাতে নবি ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হলো- (১৮)“রামায় কান্নার স্বর শোনা গেলো- দুঃখে ভরা উচ্চস্বরে বিলাপ। রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে, সান্ত্বনা মানছে না; কারণ তারা আর নেই।”

(১৯)হেরোদের মৃত্যুর পর আল্লাহর এক ফেরেস্টা মিসরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে হযরত ইউসুফ আ.-কে বললেন, (২০)“ওঠো, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রাইল দেশে চলে যাও; কারণ শিশুটিকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিলো, তারা মারা গেছে।” (২১)তখন হযরত ইউসুফ আ. উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রাইল দেশে চলে গেলেন। (২২)কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে, আর্থিলাউস তার পিতা হেরোদের সিংহাসনে বসে ইহুদিয়া শাসন করছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন; আর স্বপ্নে আদেশ পাবার পর গালিল প্রদেশে চলে গেলেন। (২৩)সেখানে তিনি নাসরত নামে একটি গ্রামে ঘর বাঁধলেন, যেনো নবির মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়- “তাঁকে নাসরতীয় বলে ডাকা হবে।”